বিবাদ এর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং UNO -র সনদে বর্ণিত প্রস্তাব সমূহ

BY

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

ভুমিকা

মানবজাতির ইতিহাস শুধুমাত্র বিরামহীন যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ইতিহাস নয়। দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিরোধ আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে । কিন্তু পাশাপাশি সংঘর্ষের অবসানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জীবন থেকে মুক্তির প্রয়াসও মানুষকে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত করেছে। সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে মানুষ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পারস্পরিক মত বিনিময় ও চুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছে।

UNO-র অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা তথা আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসা করা। বিবাদ মীমাংসার দুটি পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, এগুলি হল শান্তিপূর্ণ উপায় ও যুদ্ধ ঘোষণা। UNO-র সনদে দুটি উপায়ের কথা বলা হলেও সনদের লক্ষ্য হলো বলপ্রয়োগ পদ্ধতিকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের নিষ্পত্তি করা। সনদেব ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ থেকে ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির কথা বলা হয়েছে।

৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ

বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিবাদে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বেশ কিছু উপায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১) আলাপ-আলোচনা
বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্ততা
৩) অনুসন্ধান
৪) আপস
৫) সালিশি
৬) বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি

১) আলাপ-আলোচনা

আলাপ আলোচনা হলো বিরোধ মীমাংসার একটি সাধারণ উপায়। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা প্রায়ই এই পথ অবলম্বন করে। সাধারণভাবে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন সেই বিরোধ সাধারণ কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধ, রাষ্ট্রদূত, বিদেশমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে মীমাংসা চেষ্টা করা হয়।

২. বন্ধুত্বপূর্ণ মধ্যস্ততা

এক্ষেত্রে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে তৃতীয় কোন রাষ্ট্র বিবাদ মীমাংসার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করতে পারে। এখানে তৃতীয় পক্ষের কাজ হল বিবাদমান দল সমূহকে এক যায়গায় মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া ও সমাধানের সূত্র বের করা। ১৯৬৫সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় উভয় দেশের বিরোধ মীমাংসার জন্য তৎকালীন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

৩. অনুসন্ধান

প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে বিবাদ এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্র সমূহ বিবাদের কারণ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। কিন্তু বিবাদের মূল কারণ অনুসন্ধানের পর সঠিক তথ্য উপস্থিত করলে সহজেই বিবাদ এর অবসান ঘটতে পারে। এই কারণে অনেক সময় অনুসন্ধান কমিশন গঠন করা হয়।

৪. আপস

আপস ও মধ্যস্থতাকে অনেক সময় সমার্থক মনে হয়। কিন্তু এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে আপসের ক্ষেত্রে কোন কমিটি বা কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার আপোসের পদ্ধতি অনুসন্ধান পদ্ধতি থেকেও আলাদা। অনুসন্ধান কমিশন অনুসন্ধান সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশের মধ্যে নিজের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখে। অন্যদিকে আপোষের পদ্ধতি বিরোধ দূরীকরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে আপোষের জন্য যে কমিশন গঠিত হয় সেই কমিশন পারস্পরিক বোঝাপড়া সুবিধাদান ও বিবাদমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৫. সালিশি

সালিশি হল একটি বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি। আপসের মাধ্যমে শুধু বিরোধ মীমাংসার সুপারিশ করা হয়। সালিশির মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়। সালিশির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার একটি বাধ্যতামূলক দিক থাকে।

৬. বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি

বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়। বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে পেশ করা হয়। আদালত সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে।এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালত অনেক বিরোধের মীমাংসা করেছে।

৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ

৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে যেকোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের নজরে আনা যেতে পারে। বিবাদমান রাষ্ট্র যদি UNO-র সদস্য না হয় তাহলে সেও এই দুই বিভাগের নজরে আনতে পারে। তবে ওই বিবাদমান রাষ্ট্রকে অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার বাধ্যতা সমূহ সে স্বীকার করছে। কি ধরনের বিরোধ সদস্য বা সদস্য নয় এমন রাষ্ট্র সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করতে পারবে সে বিষয়ে সনদের ৩৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বিরোধের প্রকৃতি ৩৮ নম্বর ধারার প্রকৃতি অনুযায়ী হবে। উল্লেখযোগ্য যে সনদের ৩৮ নম্বর ধারায় বিরোধের প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৮ নম্বর ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ অনুসন্ধান কাজ চালাবে যে কোন বিরোধ বা পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে কিনা এবং এই বিরোধ বা পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বপজ্জনক করে তুলছে কিনা।

৩৬ নম্বর ধারা

36 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে বিরোধ সম্পর্কে সবকিছু বিচার বিবেচনা করার পর নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলি যদি ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তবে তা বাতিল করার ক্ষমতা সনদ পরিষদকে দেয়নি।

৩৭ নম্বর ধারা

৩৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলি ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে বিবাদের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হলে তাদের সেই ব্যর্থতা নিরাপত্তা পরিষদ কে জানাতে হবে এবং বিরোধটি পরিষদের হাতে তুলে দিতে হবে। অর্থাৎ সনদের একমাত্র ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বিবাদমান পক্ষকে পরিষদের কাছে বিরোধ পেশ করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং পরিষদকে বিরোধ মীমাংসার জন্য যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সনদ দিচ্ছে।

৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ

৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিবাদমান দলের দ্বারা অনুরোধ করা হলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের হাতে থাকলেও শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাধারণ সভারও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। যেমন সনদের ১০ নম্বর ধারা অনুসারে সাধারণ সভা বিশ্বের যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। অর্থাৎ এই ধারা অনুসারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে আলোচনা এবং মতামত জানাবার ক্ষমতা সাধারণ সভার আছে। ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন সমূহ নিয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারবে। এছাড়া শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হলে সাধারণ সভা শান্তি রক্ষার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে।

ধন্যবাদ